

জাতীয় স্বলভ্যে অনুপ্রাণিত

মডার্ন টকীজের বাণীচিত্র!



সংগ্রাম

পরিচালনা-অর্কেন্দু মুখোপাধ্যায়

কাহিনী-নিগাই ডট্টাচার্য্য মঙ্গীত-নিগাই মণিলাল

এম্বে প্রোডাকশনস্ বিলিড

এস কে-পারশমল দীপচাঁদ রিলিজ

“সংগ্রামে”র সেবকবৃন্দ

| | | | | | |
|-----------|-----|--------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| প্রযোজনা | ... | শিশির মল্লিক | শব্দাঙ্কুলেখন | ... | মণি বসু ও ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য |
| কাহিনী | } | ... | সম্পাদনা | ... | রাজেন চৌধুরী |
| ও | | | নিতাই ভট্টাচার্য্য | পরিস্ফুটনা | ... |
| সংলাপ | ... | নিতাই মতিলাল | রূপসজ্জা | ... | ধীরেন দত্ত |
| সহস্রষ্টি | ... | নিতাই মতিলাল | শিল্পনির্দেশ | ... | ভোলা ভট্টাচার্য্য |
| চিত্রায়ন | ... | প্রবোধ দাস ও | ব্যবস্থাপনা | ... | গোরা গুপ্ত |
| | | প্রভাত ঘোষ | হিরণ চিত্র | ... | ক্ষেত্র মুখোপাধ্যায় |

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অর্কেন্দু মুখোপাধ্যায়

এমোনিয়টেড প্রোডাকশনস হু ডিওতে আর, সি, এ শব্দমন্ত্রে গৃহীত
ছেলেদের ব্যায়াম শিক্ষা : রবীন সরকারের নেতৃত্বে অল স্পোর্টস ক্লাবের সভাবল
ভবদেবের বাড়ীর বহির্দৃশ্য শ্রীমুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল (অহুকুল ভবন, রাসবিহারি
এ্যাভিনিউ) মহাশয়ের সৌজতে।

| | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| সঙ্গীত তত্ত্বাবধান | ... | গোকুল মুখোপাধ্যায় |
| ” | (একই সূত্রে বাঁপ্রিয়াছি) | নমরেশ চৌধুরী |
| সঙ্গীত অস্রষ্টি | ... | দি ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা |

সহকারীবৃন্দ

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------|---------------|-----|----------------------------|
| চিত্রায়ন | ... | প্রশান্ত দাস | শব্দাঙ্কুলেখন | ... | প্রজ্ঞাত সরকার |
| ব্যবস্থাপনা | ... | কান্তি বসু | শিল্পনির্দেশ | ... | মণি সামন্ত ও কালিদ কৰ্মকার |

পরিচালনা : সুনীল মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীলরঞ্জন দাশ

রূপায়নে :

ছবি বিশ্বাস, রিপিন মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু, সন্তোষ সিংহ,

মাস্টার শম্ভু, রবি রায়, সুনীল রায়,

মলিনা, সন্ধ্যা, (এম, পি'র সৌজতে) সাবিত্রী, রেবা,

বর্ণা, অলকা, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, বটু গাঙ্গুলী,

গোরা গুপ্ত, সুনীলরঞ্জন দাশ, রাধারমণ পাল, ম্যালকম, অনিলবসু, কান্তি বসু,

শরৎ দাস, অচিন্ত্যকুমার, মাস্টার অস্রু, শৈলেন সরকার প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক : প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

সংগ্রাম

দেশের ডাকে বখন মাছুষ সাড়া দেয় সে তখন এগিয়ে যায় উদ্ধাম জল
শ্রোতের মত! পিছনে পড়ে থাকে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ও দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অত্যন্ত একনিষ্ঠ
সৈনিক ছিলেন। এক গুরুতর রাজনৈতিক মত-বিরোধের ফলে
ম্যাজিস্ট্রেট কানী শঙ্কর রায়কে হত্যা করে দেবব্রত ফেরারী হন।
সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে রেপুনের এক রেল-জুর্ভটনার তিনি মারা
গেছেন। মুহূর্তকালে তিনি কোন চিহ্নই রেখে যাননি, এমন কি এক
খানা ফোটাগ্রাফও নয়! পুলিশের রেকর্ড থেকে পাওয়া যায় যে তার
ডান হাতে শুধু উকি ক'রে লেখা আছে “রাজা”। সংবাদ পত্রের
রিপোর্টের উপর নির্ভর করে পুলিশের তরফ থেকেও কেসটি চাপা
পড়ে যায়।

সুদীর্ঘ সাতাশ বছর পরে আমরা দেখি প্রতাপপুর গ্রামে স্যর বিরজা
কটন মিলের কর্ণধার রূপে রাজেন চ্যাটার্জীকে। সেদিন তাঁরই মিলের
এলাকার মধ্যে মজুরদের এক সভা বসেছিল। দোতলার জানলা থেকে
তিনি দেখলেন এক বক্তাকে, নাম তার সুবিমল। ভীষণ উগ্র তার বক্তৃতা,
মজুরদের অত্যন্ত উত্তেজিত ক'রে তাদের ধ্বংসের মুখে পাঠিয়ে দিল।
উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করে তাদের প্রকৃত কর্ণপস্থার নির্দেশ দিল
দিব্যেন্দু নামে আর একজন দেশ-সেবক। রাজেনবাবু ছ'জনকেই ডাকিয়ে
এনে পুলিশে দেবার ভয় দেখালেন। সুবিমল পুলিশের নাম শুনে ভয়
পেলো এবং আর কখনও সেখানে না আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে
নিকৃতি পেলো। আর দিব্যেন্দুর নির্ভীক অন্তর এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে
রাজেনবাবু তার ওপর এত খুসী হলেন যে তাকে গাড়ী করে বাড়ীর
কাছ পর্যন্ত পৌছে দিলেন। দিব্যেন্দুর পরিচয়ও সব জেনে নিলেন এই
সঙ্গে যে সে ব্যাঙ্কার ভবদেব বাঁড়ুয়ের একমাত্র নাতি, ডাক্তারী পাশ

করে ঠাকুরদার সঙ্গে ঝগড়া করে তার বোন মনীষাকে সঙ্গে নিয়ে সুরতের আশ্রমে এসে উঠেছে।

সুরত ছিল অহিংস ধর্মের সাধক, আর তার আশ্রমও চলত মহাত্মা গান্ধীর নির্দিষ্ট পথে। সেই আশ্রমের নেত্রী হলেন তার মালীলা। এই আশ্রমে গরীব চাষাদের লেখাপড়া শেখানো হতো, চরকা কাটা, পীড়িতের সেবা করা এবং অস্ত্রাশ্রয় কুটীর-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হতো।

জমিদার গায়ে একটা চিনির কল করতে চান, তার জন্তু চাই জমি। উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে সেই জমি কিনতে চান। জমিদার রাজেনবাবুর নায়েব এই প্রস্তাব নিয়ে এল সুরতের কাছে। সুরত এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল।

প্রজারা যাতে কেউ না জমি বিক্রয় করে তার জন্তু সুরত গ্রামের সমস্ত চাষীদের একত্র করে এক সভা করল। সুরত তাদের বুঝিয়ে দিল যে আজ যারা টাকার জন্তু বাপ পিতামহের ভিটে বিক্রী করছে কাল তারা গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? মালিকের লাভের অঙ্ক লক্ষ থেকে কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে, ফাটকা বাজারের পাশে তৈরী হবে কালো বাজার, কিন্তু হুংখ তাদের কোনদিনই কমবে না। চাষীরাও প্রতিজ্ঞা করল যে জান কবুল—তবু তারা জমি বিক্রয় করবে না। এদিকে রাজেনবাবুরও জেদ চেপে গেল যে জমি তিনি নেবেনই—যেমন করে হোক। সেই সভার মধ্যেই তিনি সিপাই শাস্ত্রীদের নিয়ে সুরতের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। রাজেনবাবু বললেন যে সভা করে, দল করে তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না—জমি তিনি নেবেনই। চাষীরা জানালে যে এতদিন তারা অনেক জুলুম সয়েছে আর তারা সহিবে না। রাজেনবাবু সুরতকে বললেন, পারবে তোমার চাষীর দল সেপাইদের লাঠির সামনে দাঁড়াতে?

সুরতের দল অচল, অটল। সুরত বললে—যে প্রতিষ্ঠানের সেবক আমরা এবং যে মহাত্মাজীর নির্দেশে আমরা চলি তাতে কারুর সঙ্গে বিরোধ করা বা বিরোধ বাধানো আমাদের স্বভাবও নয়, রীতিও নয়। তবে যদি বিপদ আসে তাতে আমরা ভয় পাইনে।

এরকম একটা ভয়ানক পরিস্থিতি দেখে লীলা খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে সেই ঘটনাস্থলে এসে সকলকে নিরস্ত করতে গিয়ে রাজেনবাবুকে দেখলেন, রাজেনবাবুও লীলাকে দেখলেন—দেখার সঙ্গে সঙ্গেই হুজনের ভাবান্তর দেখা গেল—হুজনেই যখন হুজনের পরিচয় পেলেন তখন লীলা মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। রাজেনবাবু দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন।

কেন রাজেনবাবু আর লীলার এই ভাবান্তর? এই সুরতই বা কে?

সুফ হলো এদের সংগ্রাম। আর এই সংগ্রাম যারা সার্থক করে তুলল, তারা হলো ওমরখৈয়াম নামে প্রসিদ্ধ স্থর বিরজা প্রসাদ, শৌ-কেন্দে সাজানো সোনার পুতুল রাজেনের মেয়ে বিবি, সুদখোর ব্যাঙ্কার ভবদেব বাঁড়ুঘো, মত্বপ শিবশঙ্কর, আশ্রমের 'গেষ্ঠাপো চীফ' রদিদ, পতিমেহ বঞ্চিতা নির্ঘাতিতা মনীষা প্রভৃতি।

এঁদের প্রত্যেকেরই পরিচয় পাবেন রূপালী পদ্মায়।

গান

(মনীষার গান)

ওগো আলোর পূজারী

শক্তি দিও ভক্তি দিও

দিও হৃদয় আলো করি ॥

আজি এ আঁধার রাতে

থাকবে তুমি আমার সাথে

তোমায় আমি সাথী করে

ভাসানু মোর জীবন-তরী ॥

জানি ওগো জানি

নদীর ঢেউয়ের ছন্দে তালে

থাকবে তুমি মনের

স্বপ্ন-পালে

তোমায় আমি সবই দিলাম

পার কর গো কাণ্ডারী ॥

তোমার সাথে যাদের পরিচয়

তাদের কি গো থাকে কভু ভয়

নয়কে যারা হয় ক'রে দেয়

তোমার রূপায় সম্ভরি

ধরার বৃকে শান্তি বিলাও

অত্যাচারী দমন করি ॥

(বিবির গান)

ফুল কয় ওগো টাঁদ কেন যাও
নীল নভে থাক না,
আমি যে বারিয়া বাব
বেদনা কি বোঝনা ?
তব আলো রয়ে রয়ে
ফোটার মুকুল—বোমটা খোলে,
হাসি গান মধু ছন্দ
রাঙায় অধর নয়ন মেলে
সুখ-রজনীর সোনার স্বপন
ভেঙ্গে দিও না ॥
রক্ত রবির রঙ্গীন আঙণ
তীব্র দহন ফুরায় কাণ্ডন
তারার মালা প্রাণের খেলা
জীবনে জীবন আলো-জ্যোছনা।
প্রেমের পরশ জাগায় মোরে
আপনহারা আনমনা।

(আশ্রমের গান)

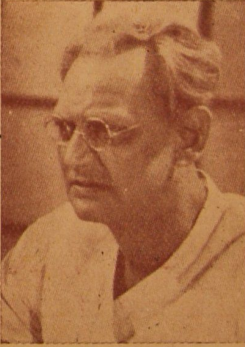
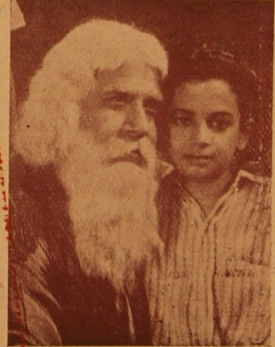
একই স্বপ্নে বাঁধিয়াছি সহস্রটা মন
একই কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্ ॥
আমরক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়
অমৃত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্ ॥

(আশ্রমের ছেলেদের গান)

আয় ভাই নতুন গান গাই
অ আ ই ঙ্গে।
উ উ ঋ ঌ
আয় ভাই সবে মিলি
যে দিয়েছে শক্তি মোদের
তঁার চরণে প্রণাম জানাই ॥
এ ঐ ও ঔ
গোল কোর না কেউ
তার চেয়ে মাষ্টার মশাই
চলুন এবার বেড়াতে যাই
দেহ মন থাকবে তাজা
ঘুচবে দেশের রোগ বালাই ॥



“সংগ্রাম”কে
যাঁরা সার্থক
করেছেন
প্রাণবন্ত
রূপায়নে—





Choicest
JEWELLERY

For your selection, we have always a wide range of Finest Guinea Gold and Stone-Set Jewellery to offer. Individual design is also made to please your caprice.

Making Charges Moderate.

M. B. Sirkar

LEADING GUINEA GOLD JEWELLERS
AND DIAMOND MERCHANTS

& Sons

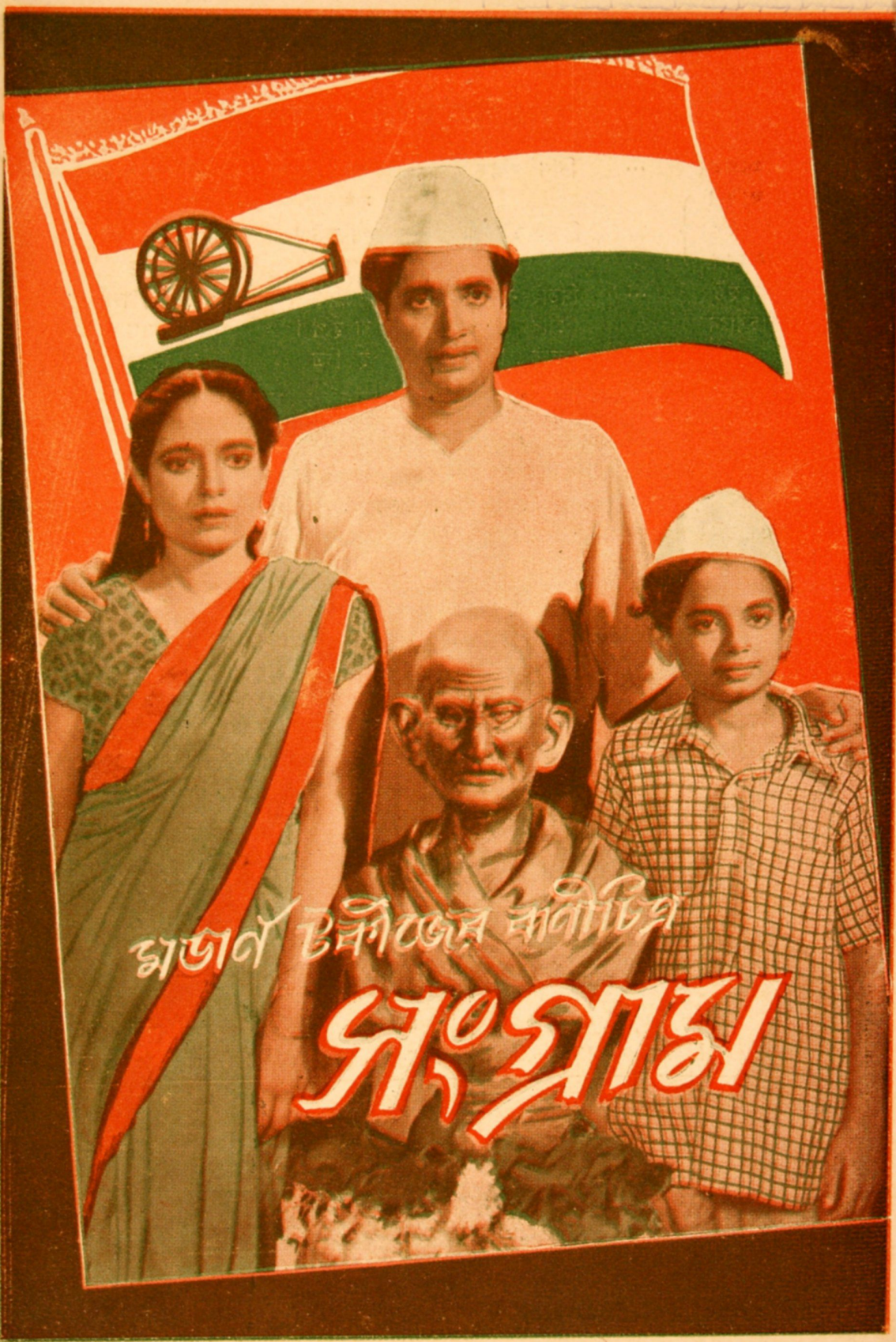
124, 124/1, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA. PHONE: B. B. 1761

৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ডিলাক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীরমেশ

চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত ও রামদেও বা দি আশানা

লিটারেচার প্রেস, ১০৬, কটন ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা।



डा. ज. व. भ. कावलीचिप

संग्राम

এস কে পারশমল দীপচাঁদ রিলিজ

“সংগ্রামে”র সেবকবৃন্দ

| | | | | | | |
|------------|-----|--------------|------------------|-----|------------------------------|-----|
| প্রযোজনা | ... | শিশির মল্লিক | শঙ্কানুলেখন | ... | মণি বহু ও ক্ষেত্র ভট্টাচার্য | |
| কাহিনী | } | ... | সম্পাদনা | ... | রাজেন চৌধুরী | |
| ও | | ... | পরিষ্কটনা | ... | পঞ্চানন নন্দন | |
| সংলাপ | | ... | নিতাই ভট্টাচার্য | ... | রূপসঙ্ক | ... |
| স্বল্পস্থি | ... | নিতাই মতিলাল | শিল্পনির্দেশ | ... | ভোলা ভট্টাচার্য | |
| চিত্রায়ন | ... | প্রবোধ দাস ও | ব্যবস্থাপনা | ... | গোরা গুপ্ত | |
| | | প্রভাত ঘোষ | স্থির চিত্র | ... | কেট মুখোপাধ্যায় | |

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অর্দেন্দু মুখোপাধ্যায়

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশনস্ হুডিওতে আত, সি, এ শব্দস্বল্পে গৃহীত
ছেলেদের ব্যায়াম শিক্ষা : রবীন সরকারের নেতৃত্বে অল স্পোর্টস ক্লাবের সভ্যবৃন্দ
স্বল্পদেবের বাড়ীর বহিদৃশ্য শ্রীকৃষ্ণ হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল (অনুলুল ভবন রাসবিহারি
এ্যাভিনিউ) মহাশয়ের সৌজন্ডে ।

| | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| সঙ্গীত তত্ত্বাবধান | ... | গোকুল মুখোপাধ্যায় |
| ” | (একই সূত্রে বঁধিয়াছি) | সমরেশ চৌধুরী |
| সঙ্গীত অনুস্থতি | ... | দি ক্যালকাটা অর্কেস্ট্রা |

সহকারীবৃন্দ

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------|--------------|-----|-----------------------------|
| চিত্রায়ন | ... | প্রশান্ত দাস | শঙ্কানুলেখন | ... | প্রজ্ঞাত সরকার |
| ব্যবস্থাপনা | ... | কান্তি বহু | শিল্পনির্দেশ | ... | মণি সামন্ত ও কালিপদ কন্দকার |

পরিচালনা : হনৌল মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হনৌলরঞ্জন দাশ

রূপায়নে :

ছবি বিশ্বাস, বিপিন মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন বহু,
সন্তোষ সিংহ, মাষ্টার শম্ভু, রবি রায়, হুশীল রায়, মলিনা,
সন্ধ্যা (এম. পির সৌজন্ডে), সাবিত্রী, রেবা,

স্বর্ণা, অলকা, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, ও কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, বটু গাঙ্গুলী,
গোরা গুপ্ত, হনৌলরঞ্জন দাশ, রাধারমণ পাল, ম্যালকম, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়,
অনিল বহু, কান্তি বহু, শরৎ দাস, অচিন্ত্যকুমার, মাষ্টার অনু, শৈলেন সরকার প্রভৃতি ।



একমাত্র
পরিবেশক : **পারশমল দীপচাঁদ রিলিজ**

সংগ্রাম

দেশের ডাকে যখন মানুষ সাড়া দেয় সে তখন এগিয়ে যায় উদ্দাম জল-শ্রোতের
মত ! পিছনে পড়ে থাকে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র ।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ও দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রতম একনিষ্ঠ সৈনিক
ছিলেন। এক গুরুতর রাজনৈতিক মত-বিরোধের ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট কালীশঙ্কর
রায়কে হত্যা করে দেবব্রত ফেরারী হন। সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে রেঙ্গুনের
এক রেল-চূর্বটনায় তিনি মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তিনি কোঁন চিহ্নই রেখে
যাননি, এমন কি এক খানা ফোটোগ্রাফও নয় ! পুলিশের রেকর্ড থেকে পাওয়া
যায় যে তার ডান হাতে শুধু উক্কি ক'রে লেখা আছে “রাজা”। সংবাদ পত্রের
রিপোর্টের উপর নির্ভর করে পুলিশের তরফ থেকেও কেসটি চাপা পড়ে যায় ।



সুদীর্ঘ সাতাশ বছর পরে আমরা দেখি প্রতাপপুর গ্রামে স্যার বিরজা কটন
মিলের কর্ণধার রূপে রাজেন চ্যাটার্জীকে। সেদিন তাঁরই মিলের এলাকার মধ্যে
মজুরদের এক সভা বসেছিল। দৌতলার জানালা থেকে তিনি দেখলেন এক
বক্তাকে, নাম তার স্ববিমল। ভীষণ উগ্র তার বক্তৃতা, মজুরদের অত্যন্ত
উত্তেজিত ক'বে তাদের ধ্বংসের মুখে পাঠিয়ে দিল। উত্তেজিত জনতাকে শাস্ত



মূল্য দিয়ে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে সেই জমি কিনতে চান। জমিদার রাজেনবাবুর নায়েব এই প্রস্তাব নিয়ে এল সুব্রতের কাছে। সুব্রত এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল।

প্রজারা যাতে কেউ না জমি বিক্রয় করে তার জন্তে সুব্রত গ্রামের সমস্ত চাষীদের একত্র করে এক সভা করল। সুব্রত তাদের বুঝিয়ে দিল যে আজ

করে তাদের প্রকৃত কর্মপন্থার নির্দেশ দিল দিব্যেন্দু নামে আর একজন দেশ-সেবক। রাজেনবাবু ছ'জনকেই ডাকিয়ে এনে পুলিশে দেবার ভয় দেখালেন। সুবিমল পুলিশের নাম শুনে ভয় পেলে এবং আর কখনও সেখানে না আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিরুত্তি পেলো। আর দিব্যেন্দুর নির্ভীক অন্তর এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে রাজেনবাবু তার ওপর এত খুসী হলেন যে তাকে গাড়ী করে বাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলেন। দিব্যেন্দুর পরিচয়ও সব জেনে নিলেন এই সপ্তে যে সে ব্যাঙ্কার ভবদেব বাঁড়ুঘ্যের একমাত্র নাতি, ডাক্তারী পাশ করে ঠাকুরদার সঙ্গে ঝগড়া করে তার বোন মনীষাকে সঙ্গে নিয়ে সুব্রতের আশ্রমে এসে উঠেছে।

সুব্রত ছিল অহিংস ধর্মের সাধক, আর তার আশ্রমও চলত মহাত্মা গান্ধীর নির্দিষ্ট পথে। সেই আশ্রমের নেত্রী হলেন তার মা লীলা। এই আশ্রমে গরীব চাবাদের লেখাপড়া শেখানো হতো, চরকা কাটা, পীড়িতের সেবা করা এবং অস্বাস্থ্য কুটির-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হতো।

জমিদার গায়ে একটা চিনির কল করতে চান, তার জন্ত চাই জমি। উপযুক্ত

যারা টাকার জন্তে বাপ পিতামহের ভিটে বিক্রী করছে কাল তারা গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? মালিকের লাভের অঙ্ক লক্ষ থেকে কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে, ফাটকা বাজারের পাশে তৈরী হবে কালো বাজার, কিন্তু ছুঁথ তাদের কোনদিনই কমবে না। চাষীরাও প্রতিজ্ঞা করল যে জান কবুল—তবু তারা জমি বিক্রয় করবে না। এদিকে রাজেনবাবুরও জেদ চেপে গেল যে জমি তিনি নেবেনই—যেমন করে হোক। সেই সভার মধ্যেই তিনি সিপাই শাস্ত্রীদের নিয়ে সুব্রতের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। রাজেনবাবু বললেন যে সভা করে, দল করে, তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না—জমি তিনি নেবেনই। চাষীরা জানালে যে এতদিন তারা অনেক জুলুম সয়েছে আর তারা সহিবে না। রাজেনবাবু সুব্রতকে বললেন, পারবে তোমার চাষীর দল সেপাইদের লাঠির সামনে দাঁড়াতে?

সুব্রতের দল অচল, অটল। সুব্রত বললে—যে প্রতিষ্ঠানের সেবক আমরা এবং যে মহাত্মাকীর নির্দেশে আমরা চলি তাতে কাকুর সঙ্গে বিরোধ করা বা বিরোধ বাধানো আমাদের স্বভাবও নয়, রীতিও নয়। তবে যদি বিপদ আসে তাতে আমরা ভয় পাইনে।

এরকম একটা ভয়ানক পরিস্থিতি দেখে লীলা খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে সেই
বটনাহলে এসে সকলকে নিরস্ত করতে গিয়ে রাজেনবাবুকে দেখলেন,
রাজেনবাবুও লীলাকে দেখলেন—দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ছুজনের ভাবান্তর দেখা
গেল—ছুজনেই যখন ছুজনের পরিচয় পেলেন তখন লীলা মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন।
রাজেনবাবু দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন।

কেন রাজেনবাবু আর লীলার এই ভাবান্তর? এই স্বত্রতই বা কে?

স্ক্রু হলো এদের সংগ্রাম। আর এই সংগ্রাম যারা সার্থক করে তুলল,
তারা হলো ওমরখৈয়াম নামে প্রসিদ্ধ স্ত্রীর বিরজা প্রসাদ, শো-কেসে সাজানো
সোনার পুতুল রাজেনের মেয়ে বিবি, স্ত্রুদখোর ব্যাঙ্কার ভবদেব বাঁজুঘো, মত্বপ
শিবশঙ্কর, আশ্রমের 'গেটাপো টাফ' রসিদ, পতিস্নেহ বক্ষিতা নির্যাতিতা
মনীষা প্রভৃতি।

এঁদের প্রত্যেকেরই পরিচয় পাবেন রূপালী পর্দায়।



গান

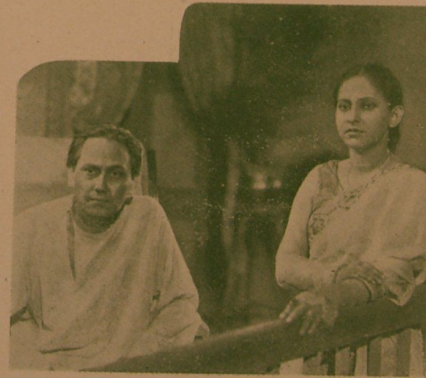
(মনীষার গান)

ওগো আলোর পূজারী
শক্তি দিও ভক্তি দিও
দিও হৃদয় আলো করি ॥
আজি এ আঁধার রাতে
থাকবে তুমি আমার সাথে
তোমায় আমি সাথী করে
ভাসাছু মোর জীবন তরী ॥
জানি ওগো জানি
নদীর চেউয়ের ছন্দে তালে
থাকবে তুমি মনের
হৃক্ষ-পালে
তোমায় আমি সবই দিলাম
পার কর গো কাণ্ডারী ॥
তোমার সাথে যাদের পরিচয়
তাদের কি গো থাকে কভু ভয়

নয়কে যারা হয় ক'রে দেয়
তোমার রূপায় সস্তুরি
ধরার বুকে শান্তি বিলাও
অত্যাচারী দমন করি ॥

(বিবির গান)

ফুল কয় ওগো চাঁদ কেন যাও
নীল নভে থাক না,
আমি যে ঝরিয়্যা যাব
বেদনা কি বোঝনা?
তব আলো রয়ে রয়ে
ফোটার মুকুল—ঘোমটা খোলে,
হাসি গান মধু ছন্দ
রাঙায় অধর নয়ন মেলে
সুখ-রজনীর সোনার স্বপন
ভেঙ্গে দিও না ॥



রক্ত রবির যুগ্মীন আশুগ
 তীব্র দহন ফুরায় ফাগুন
 তারার মালা প্রাণের খেলা
 জীবনে জীবন আলো-জ্যোছনা ।
 প্রেমের পরশ জাগায় মোরে
 আপনহারা আনমনা ।

(আশ্রমের ছেলেদের গান)

আয় ভাই নতুন গান গাই
 অ আ ই ঙ্গ ।
 উ উ ঞ্জ ২
 আয় ভাই সবে মিলি
 যে দিয়েছে শক্তি মোদের
 তাঁর চরণে প্রণাম জানাই ॥
 এ ঐ ও ঔ
 গোল কোর না কেউ

তার চেয়ে মাষ্টার মশাই
 চলুন এবার বেড়াতে যাই
 দেহ মন থাকবে তাজা
 যুচবে দেশের রোগ বালাই ॥

(আশ্রমের গান)

একই সূত্রে বাধিয়াছি সহস্রটী মন
 একই কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন
 বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্ ॥
 আশুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়
 আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয় ।
 আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্জায়
 অমৃত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়
 টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন
 তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন
 বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্ ॥

সিনে প্রোডিউসার্সের

আগামী বাংলা ছবি

মোতুহায়া

পরিচালক : গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকায় :—মলিনা, প্রমীলা ত্রিবেদী, জহর, কমল মিত্র,
 সম্ভোষ সিংহ, মঞ্জল চক্রবর্তী, বেচু সিংহ, ফণী রায়, রাজলক্ষ্মী ।

পরিবেশক—প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

Printed by the Imperial Art Cottage, Calcutta.

মূল্য দুই আনা ।